রাজশাহী জেলা জাজশীপে মামলার জট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে

আইন কমিশনের প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতি ও মন্ত্রী মহোদয় সহ সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাজ্শীপে মামলার জট নিরসনের জন্য অন্তত বিভাগসমূহে অবস্থিত জাজ্শীপ পরিদর্শন ও মামলা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সে লক্ষ্যে আইন কমিশন ইতোপূর্বে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ময়মনসিংহ জেলা জাজ্শীপ পরিদর্শণ করে মামলার জট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট আইন মন্ত্রণালয়ে ও জাতীয় সংসদের আইন মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করে। একই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন কর্তৃক রাজশাহী জেলা জাজ্শীপ পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তাগণ ২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ রাতে রাজশাহী পৌঁছান। তাঁরা ২২ তারিখ শনিবার জাজ্শীপের কনফারেন্স রুমে জাজশীপের সকল বিচারকগণের সাথে বিচারিক কার্য ও সমস্যাবলী সম্পর্কে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেহেতু বিভিন্ন আদালতের অসংখ্য মামলায় নানা সমস্যা রয়েছে, সেহেতু বিজ্ঞ জেলা জজ, মহানগর দায়রা জজ ও অন্যান্য বিচারকগনের সাথে আলোচনা অন্তে আদালতের সমস্যাবলী প্রতিবেদন আকারে আইন কমিশনে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক বিভিন্ন আদালতে দীর্ঘদিন যাবৎ বিচারাধীন দেওয়ানী মামলাসমূহের পরিসংখ্যান উক্ত আদালতের বিচারকবৃন্দ আইন কমিশনে প্রেরণ করেছেন। উল্লেখ্য, ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার দীর্ঘসূত্রিতা এবং মামলা জটের সুনির্দিষ্ট পৃথক পর্যায় ও কারণ রয়েছে।

সে অনুসাওে বিভিন্ন আদালতে দীর্ঘদিন যাবত বিচারাধীন দেওয়ানি মামলাসমূহের যে পরিসংখান বিচারকবৃন্দ আইন কমিশনে প্রেরণ করেছেন তা বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মোকদ্দমা দায়েরের পরে পঁয়ত্রিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও মামলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি সম্ভবপর হয়নি।দেওয়ানী মামলাসমূহের দীর্ঘসূত্রিতার কারণসমূহ বহুমূখী। তবে উক্ত কারণসমূহ নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করলে বিশেষ কিছু কারণকে অধিকতর ক্রিয়াশীল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রতীয়মান হয় যে, রাজশাহী জাজ্‌শীপে মামলার শ্রেণী ও প্রকারভেদে এবং যে আদালতসমূহে উক্ত মামলাসমূহ পরিচালিত হয়ে থাকে দেশের বিচার ব্যবস্থার নিরিখে তার স্তর বিবেচনায় নিম্নে মামলাজট তথা দেওয়ানি মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণসমূহ এবং উক্ত কারণসমূহ দূরীকরণে আইন কমিশনের সুপারিশ উল্লেখ করা হলোঃ

আদি এখতিয়ারসমৃদ্ধ দেওয়ানী আদালতসমূহে মোকদ্দমার বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দীর্ঘসূত্রিতা রোধে আইন কমিশনের সুপারিশ

১। সমন ও নোটিশ জারীতে বিলম্বঃ

আদি এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানী আদালতসমূহে মামলা দায়েরের পরবর্তী পর্যায়ে মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী বিলম্বিত হয় মামলার সমন ও নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক সময়ব্যয় এর জন্য। মূলতঃ যথারীতি সমন জারী দেওয়ানী মামলার গতিশীলতার পূর্বশর্ত হলেও দেশের আদালতসমূহে সমন জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে কোন একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের পর, ক্ষেত্রবিশেষে, শুধু এই কারণেই কয়েক বছরের দীর্ঘসূত্রিতার সূত্রপাত ঘটে।

তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে বাদীপক্ষ কর্তৃক সমনে বিবাদীর ভুল নাম কিংবা ভুল ঠিকানা প্রদান করা হয় বিধায়ঐ ত্রুটিপূর্ণ সমন জারী সম্ভবপর হয় না। যার ফলে সম্পূর্ণ মামলাটির বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।

দেওয়ানী কার্যবিধিতে সমন জারী সংক্রান্ত বিধানে সংশোধন আনয়ন সত্ত্বেও এই স্থবির অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। মূলত দুইশত বছরের পুরোনো সমন জারী সংক্রান্ত পদ্ধতি এবং প্রতি বছর যে বিপুল পরিমান মামলা দায়ের হয়, তার সমন জারীর জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায়, সমন জারীতে কাঙ্খিত মাত্রা অর্জন সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া, সমন জারী সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহীতার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকী, কারণ নির্ধারণ ও সমস্যার দ্রুত নিরসনের বিশেষ প্রয়োজন।

২। ভিন্ন জেলার সমন ও নোটিশ জারীঃ

সমন বা নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্বের স্বাভাবিক প্রবণতার পাশাপাশি ভিন্ন জেলার সমন/নোটিশ জারীতে অপেক্ষাকৃত অধিকহারে প্রলম্বিত হওয়ার প্রবণতার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিবাদী/প্রতিপক্ষ ভিন্ন জেলার বাসিন্দা হলে ভিন্ন জেলায় বসবাসরত বিবাদী/প্রতিপক্ষের ঠিকানায় সমন/নোটিশ জারী করতে ক্ষেত্রবিশেষ কয়েক বছর পর্যন্ত লেগে যায়। পারিবারিক মামলাসমূহে অনেক সময়েই বিবাদী আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত অপর কোন জেলার বাসিন্দা হওয়ায় পারিবারিক মামলাসমূহে এ ধরনের সমস্যা অধিকতর প্রাসঙ্গিক। যার ফলে, পারিবারিক মামলার মত অপেক্ষাকৃত কম জটিল মামলা নিষ্পত্তিতেওকয়েক বছর সময় লেগে যায়।তাই দেওয়ানী

কার্যবিধিতে ভিন্ন জেলায় সমন/নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্ব রোধে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাজজকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনা প্রয়োজন। জারী কারকের নিতান্ত অপ্রতুল বেতনও এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী।

৩। বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্বের প্রবণতাঃ

সমন/নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্বের পরেই মামলার পরবর্তী পর্যায় তথা জবাব দাখিলে বিবাদী/প্রতিপক্ষের বিলম্বের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। অনেক সময়ই মামলার বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিলের জন্য পুনঃপুনঃ সময় নেয়ার মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রিতায় ভূমিকা রাখে।

এক্ষেত্রে বিবাদীপক্ষের সময়ের আবেদন অগ্রাহ্য করে মামলা একতরফা বিচারেরজন্য ধার্য্য করলে অনেক সময়েই বিবাদীপক্ষ জবাব দাখিল করে থাকে তবে তার পরেও অনেক সময় একতরফা শুনানী করলে ছানী মামলার কারণে মামলা আরো বেশি বিলম্বিত হয়। অনেক সময় কজ লিস্টে তাৎক্ষণিকভাবে পরবর্তী তারিখ না উঠানোর কারণেও অনেক সময়ই একতরফা শুনানী হয়। তৎপর ছানী মামলাও আরও বিলম্বিত হয়।

৪। বাদীপক্ষ কর্তৃক পুনঃপুনঃ আরজি সংশোধনঃ

মামলা দায়েরের পরে বাদীপক্ষ কর্তৃক পুনঃপুনঃ আরজি সংশোধন মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অনেক সময়েই বাদীপক্ষ মামলার প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি ব্যতিরেকে অথবা অপ্রতুল দলিলাদি নিয়ে মামলা দায়ের করে।অনেক সময় তাড়াহুড়া বা জরুরী প্রয়োজনেও মামলা দাখিল করতে হয়। ফলশ্রুতিতে বাদীপক্ষকে পরবর্তীতে আরজি সংশোধনের দরখাস্ত আনয়ন করতে হয় এবং মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে এ সকল দরখাস্ত বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর হয় না। আবার এ ধরনের দরখাস্ত পুনঃ পুনঃ দাখিল ও মঞ্জুর হলে অনেকক্ষেত্রেই নতুন করে তদ্বির গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিংবা অনেকক্ষেত্রে বিবাদীপক্ষকে অতিরিক্ত জবাব দাখিলের সুযোগ দিতে হয়। যার ফলে সামগ্রিকভাবে মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতে থাকে।

উল্লেখ্য এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে যখন মামলার বাদীপক্ষ বিচার স্তরে (কখনো কখনো সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ পর্যায়ে) এ ধরণের দরখাস্ত আনয়ন করে।

৫। অন্তর্বর্তীকালীনদরখাস্ত দাখিলের প্রবণতাঃ

এছাড়া মামলা চলাকালীন সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন প্রদত্ত আদেশঅনেকক্ষেত্রেই মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন আদালতে মামলার বিচার চলাকালে এরূপ অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত ও আদেশ যেভাবে মামলার বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে তার কয়েকটি নমুনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

(১) মামলার বিচার পর্যায়ে discovery, inspection, injuctionএর দরখাস্ত আনয়ন

(২) এডভোকেট কমিশনের নিয়োগে বিলম্ব

(৩) পুনঃপুনঃ কমিশনের দরখাস্ত আনয়ন ও কমিশনার নিয়োগ

(৪) কমিশন রিপোর্ট দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং প্রায়শঃই রিপোর্টের উপর আপত্তিপ্রদান।

আবার অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের দরখাস্তসমূহের উপর আদেশ প্রদান করা হলে তার বিরুদ্ধে রিভিশন দাখিল করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ উক্ত রিভিশনসমূহ নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়, ফলে সামগ্রিকভাবে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।

৬। বাদীপক্ষে প্রয়োজনীয় তদবির গ্রহণে সময়ক্ষেপনের প্রবণতাঃ

রাজশাহী জাজশীপের দেওয়ানী আদালতসমূহের দেওয়ানী মামলার পরিসংখ্যান নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা বাদীপক্ষের প্রয়োজনীয় তদ্বির গ্রহণে অনীহা বা অহেতুক সময়ক্ষেপনের কারণে বিলম্বিত হয়।

তাছাড়া বন্টন প্রার্থনায় আনীত মামলায় বিবাদীপক্ষের মৃত্যুজনিত কারণে ওয়ারিশদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহ ও তাদের কায়মোকামসহ প্রসেস জারী করার ব্যাপারে বাদীপক্ষ কর্তৃক অহেতুক সময় নেয়ার কারণে উক্ত মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।

৭। কোর্ট গার্ডিয়ান নিয়োগে অস্বাভাবিক বিলম্বঃ

অনেক নাবালকের কোর্ট গার্ডিয়াননিয়োগে বিলম্ব হবার কারণে মামলার বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয় । কোন কোন মোকদ্দমার বিবরণ দৃষ্টে পরিলক্ষিত হয় যে সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে কোর্ট গার্ডিয়ান নিয়োগে ক্ষেত্রবিশেষ তিন বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে।

৮। উচ্চ আদালত কর্তৃক নথি তলব হওয়াঃ

বিভিন্ন শ্রেণীর দেওয়ানী মোকদ্দামা কিংবা দেওয়ানী আপীল উভয় মামলার ক্ষেত্রেই বিবিধ প্রয়োজনে অনেক সময় উচ্চ আদালত কর্তৃক মামলার নথি তলব হয়। বিভিন্ন আদালতের পরিসংখ্যান অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নথিগুলো নিয়মিত আদালতে ফেরত আসে না। এভাবে যথাসময়ে মামলার নথি বিচারিক আদালতে ফেরত না আসার কারণে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।

এক্ষেত্রে কোন মামলা/আপীল কিংবা রিভিশনে নিম্ন আদালতের বিচারাধীন মামলার নথি তলব করা হলে উক্ত মামলা/আপীল কিংবা রিভিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথা সম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তি অন্তে তলবকৃত নথি ফেরত দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

৯। সংশ্লিষ্ট মামলার আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিভিশন মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে বিলম্বজনিত দীর্ঘসূত্রিতা ঃ

বিভিন্ন আদালতের দীর্ঘ সময় ধরে বিচারাধীন দেওয়ানী মামলাসমূহের বিচার কার্যক্রমে স্থবিরতার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই আদি এখতিয়ারসম্পন্ন নিম্ন আদালতের কোন আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিভিশন দাখিল করা হলে এবং উক্ত রিভিশন মোকদ্দমায় মূল মামলার বিপরীতে কোন স্থাগিতাদেশ প্রদান না করা সত্ত্বেও, রিভিশন মামলার সিদ্ধান্ত মূল মামলার গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে এরূপ সম্ভাব্য miscarriage of justice এড়ানোর আশংকায় অনেকক্ষেত্রেই নিম্ন আদালতের বিচারকগণ সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন।

উচ্চ আদালতে রিভিশন আদেশ প্রদানে বিলম্ব হ্রাসকরণ এবং রায় ও নথি (যদি তলব করা হয়ে থাকে) দ্রুত প্রেরণের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা যেতে পারে।

১০। উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশঃ

একইভাবে রিভিশন মোকদ্দমায় উচ্চ আদালত কর্তৃক মূল মামলার বিচারকার্যে স্থগিতাদেশ প্রদানের মাধ্যমেও অনেক সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়। বিষয়টি বিভিন্ন মামলার বিবরণীতে প্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রে, প্রথমতঃ রুলজারীর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন, দ্বিতীয়তঃ রিভিশন মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ। এই দুই পদক্ষেপ যুগপৎ ভাবে গ্রহণ করলে উচ্চ ও নিম্ন উভয় আদালতেই মামলার জট হ্রাস পাবে।

১১। বিচারকের অপ্রতুলতাঃ

দেশের বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাসমূহ স্বাভাবিক সময়ে নিষ্পত্তির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক প্রয়োজন। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় দেশে অনেক কম বিচারক নিয়োজিত থাকায় মামলাসমূহের নিষ্পত্তিতে অধিকতর সময় প্রয়োজন হয়। তাছাড়া দেওয়ানী আদাতলসমূহ বিধি মোতাবেক একই দিনে ০৫টির বেশী মোকদ্দমা সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য রাখতে পারে না। ফলে বিপুল সংখ্যক মোকদ্দমা বিচার স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও settling date for peremptory hearing (SD)স্তরে স্থিত হয়ে থাকে। তাছাড়া নতুন নতুন আইনের আওতায় সৃষ্ট বিশেষ আদালতসমূহে একই বিচারককে বিচার কার্য পরিচালনা করতে হয় বিধায় বিচারকগণের উপরেঅতিরিক্ত চাপ পড়ে। এ দৃশ্যপটসারা দেশের সকল দেওয়ানী আদালতের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য।

দেশে বিরাজমান বিপুল মামলা জট সংক্রান্ত সংকট হতে উত্তরণের জন্য নূন্যতম পাঁচ হাজার বিচারক এই মুহূর্তে নিয়োগ প্রয়োজন মর্মে আইন কমিশন মনে করে। উল্লেখ্য, বর্তমানে নিম্ন আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ এবং নিষ্পত্তির তুলনায় নুতন মামলা দায়েরে অধিক্যের কারণে এ সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২। দেওয়ানী আদালতসমূহে ছানী মোকদ্দমার আধিক্যঃ

একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের অব্যবহিত পর থেকেই উক্ত মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনেক সময় একতরফা কিংবা আংশিক দোতরফা সূত্রে একটি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হলে অনেকক্ষেত্রেই উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ছানী মোকদ্দমা দায়ের হয় এবং এতে মূল মামলা দীর্ঘসূত্রিতার নতুন মাত্রা পায়। ফলে প্রাথমিকভাবে নিষ্পত্তি হবার পরেও একটি মামলা বছরের পর বছর ছানী মামলা আকারে আদালতে বিচারাধীন থাকে এবং উক্ত ছানী মঞ্জুর হলে মূল মামলাটি নুতন করে আরম্ভ হয়। অনেকক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত সামগ্রিক প্রক্রিয়া কোন একটি মামলাকে কয়েক বছরের অন্য প্রলম্বিত করে। আবার বিবাদীপক্ষও একজন একজন করে ছানি মামলা করে ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা দীর্ঘায়িত করে। এ ধরণের অসংখ্য মামলার হদিস পাওয়া যায়, যা মূলত সারা বাংলাদেশেরই চিত্র।

১৩। আপীল আদালত কর্তৃক পুনঃবিচারে প্রেরণের প্রবণতাঃ

দেওয়ানী কার্যবিধিতে পুনঃবিচারের জন্য প্রেরণের মাধ্যমে আপীল নিষ্পত্তির কিছু পূর্বশর্ত উল্লেখ করা রয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আপীল আদালতসমূহের পক্ষে কোন একটি আপীল নিষ্পত্তি করার সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে উক্ত মামলা নিম্ন আদালতে পুনরায় বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ কারণে দেওয়ানী মামলার দীর্ঘসূত্রিতার উদ্ভব ঘটে। অথচ সাক্ষ্য গ্রহণসহ আপীল আদালতের বিচারিক আদালতের সকল ক্ষমতা রয়েছে বিধায়

পুনঃবিচারের জন্য না পাঠিয়ে আপীল আদালতেই যথাসম্ভব মামলাটি নিষ্পত্তি করাই সঙ্গত। তাতে উভয় পক্ষেরই সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় অনেকাংশে লাঘব হবে।

আবার কখনো দেখা যায় যে, পুনঃ বিচারে মামলা প্রেরণ করার পরে অনেকসময়ই মামলার পক্ষসমূহ সংশ্লিষ্ট আদেশের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তদ্বির গ্রহণে অহেতুক সময়ক্ষেপন করে, যার ফলে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।

১৪। পারিবারিক মামলাতে আপোষের অজুহাতে সময়ক্ষেপনঃ

দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন পারিবারিক মামলাসমূহের পক্ষদ্বয় আপোষের অজুহাতে পুনঃপুনঃ সময় নেয়ার কারণে পারিবারিক মামলার মত অপেক্ষাকৃত সহজ মোকদ্দমাতেও অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায়। এছাড়া পারিবারিক জারী মামলাতে লেভী ওয়ারেন্ট ঠিকমত জারী না হওয়ার কারণে পারিবারিক জারী মোকদ্দামা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে। এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ জাতীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

১৫। সাক্ষ্য উপস্থাপনে অনীহাঃ

রাজশাহী জাজ্‌শীপের বিচারকবৃন্দের সহিত আলোচনা ও মামলার পরিসংখ্যানে মামলার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক সাক্ষ্য উপস্থাপনে অনীহার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হয়। এ ব্যাপারে সকল আইনজীবীর অধিকতর সহযোগীতার মনোভাব প্রদর্শন করা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে।

১৬। এজলাস সংকটঃ

দেশের প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি করে আদি এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানী আদালত থাকলেও জেলা জজ আদালতসমূহে সমসংখ্যক এজলাস কক্ষ নেই। যার ফলে প্রায় সব জাজশীপেই একাধিক বিচারককে একই এজলাস ও খাস-কামরা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। রাজশাহী জাজশীপও এর ব্যতিক্রম নয় মর্মে জেলা জজ আদালত পরিদর্শনকালে কমিশনের দৃষ্টিগোচর হয়। একই এজলাস একাধিক বিচারক কর্তৃক ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার ফলে একজন বিচারকের একটি কর্মদিনের মোট কর্মঘন্টা বিভাজ্য হয়ে যায়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচারাধীন মামলার শুনানীতে যে সময় ব্যয় করা প্রয়োজন, তা ব্যয় করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া এতে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়, কাজের স্পৃহা নষ্ট হয়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সাক্ষ্য গ্রহণ সম্ভবপর হয় না।

দেশের আদালত ভবনসমূহে বিদ্যমান তীব্র এজলাস সংকট দেশে বিচারাধীন মামলাজটের অন্যতম কারণ মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয়। এ পরিস্থিতি উন্নতির জন্য বিদ্যমান আদালত ভবনগুলির অতি দ্রুত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রয়োজন; অন্যথায় মামলাজট নিরসনে আনিত বিভিন্ন কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়বে।

১৭। আদালত কর্তৃক তলবকৃত নথি/ভলিউম প্রেরণে বিলম্বঃ

দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে অনেক সময় মামলার যে কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত অপর কোন আদালতের নথি কিংবা রেজিষ্ট্রি অফিসের ভলিউম তলব করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রায়শই তলবকৃত নথি কিংবা ভলিউম আদালতে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটে যা মামলার দীর্ঘসূত্রিতায় অবদান রাখে।যথাযথ তদারকিও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ সমস্যার উন্নতি হতে পারে।

১৮। সহকারী জজ ও সিনিয়র সহকারী জজদের স্টেনোটাইপিস্ট ও কম্পিউটার না থাকাঃ

বাংলাদেশে প্রতি বছর যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের হয়ে থাকে তার সিংহভাগই আদি এখতিয়ারসমৃদ্ধ আদালত হিসেবে সহকারী জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দায়ের হয়। জুডিসিয়াল ও সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে বর্তমানে স্টেনোটাইপিস্ট ও কম্পিউটার রয়েছে কিন্তু একই পদমর্যাদার সহকারী জজ কিংবা সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে স্টেনোটাইপিস্ট ও কম্পিউটার না থাকায় দেওয়ানী আদালতে কর্মরত বিচারকগণের দক্ষতা হ্রাস পায় এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালতেরতুলনায় অনেক কম সংখ্যক দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

এই প্রেক্ষাপটে সহকারী জজ ও সিনিয়র সহকারী জজ আদালতসমূহে পর্যাপ্ত কম্পিউটার সরবরাহপূর্বক স্টেনোটাইপিস্ট নিয়োগ করা হলে উক্ত আদালতসমূহে রায় প্রদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে যা সামগ্রিকভাবে দেশের বিরাজমান মামলাজট নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহারঃ

দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়েরের সময় সংশ্লিষ্ট বিচারকগণ বাদীপক্ষের আর্‌জি পরীক্ষণ ও পর্যালোচনান্তে উক্ত আর্‌জির গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করলে কিংবা প্রয়োজন মনে করলে শুনানী অন্তে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করলে দেওয়ানী মামলার দীর্ঘসূত্রিতা অনেকাংশেই এড়ানো সম্ভব।

দেওয়ানীয় আদালতের বিচারকবৃন্দকে সাক্ষী গ্রহণ ও রায় প্রদানের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে আদালত ব্যবস্থাপনা ও কেস ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। মামলার কোর্ট ফি'র যথার্থতা যাচাই করা, সমন জারীর হার তদারকি করা, অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্তসমূহে আদশে প্রদান করার ব্যাপারে প্রত্যেক বিচারককে অধিকতর সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে।

আপীল আদালতসমূহে দেওয়ানী আপীল ও রিভিশন মোকদ্দমার বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসে আইন কমিশনের সুপারিশ

আপীল এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতসমূহের বিচারকবৃন্দ দেওয়ানী আপীল ও রিভিশন মামলাসমূহের দীর্ঘসূত্রিতার যে সকল কারণ উল্লেখকরেন তা বিশদভাবে পর্যালোচনায় আপীল মামলার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য নিম্নোক্ত কারণসমূহ চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ

- নথিতে এল.সি.আর. সামিল হতে দেরী হওয়া,
- ভিন্ন জেলার নোটিশ বারবার গরজারী হওয়া বা নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়া,
- আপীলকারী পক্ষের প্রয়োজনীয় তদবিরের অভাব কিংবা তদবির গ্রহণে অস্বাভাবিক বিলম্ব করা,
- আপীলের মেমোতে নোটিশ জারীর ঠিকানা সঠিক না থাকা,
- রেসপনডেন্ট এর মৃত্যুতে প্রয়োজনীয় তদবিরের অভাব,
- আপীলের মেমোতে পুনঃপুনঃ সংশোধন আনয়ন,
- বিশেষজ্ঞ মতামত সম্পর্কিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী গ্রহণে অহেতুক সময়ক্ষেপন,
- অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণে মামলার পক্ষসমূহের সময়ক্ষেপন,
- আপীলের বিভিন্ন পর্যায়ে পক্ষগণের অতিরিক্ত সময় গ্রহণ ও কালক্ষেপন,
- তলবকৃত নথি প্রেরণে বিলম্ব,
- নানা কারণে মামলা পি-বোর্ড হতে উত্তোলন,
- হরতাল ও আইনজীবীর মৃত্যুর কারণে আদালত মূলতবীর স্থানীয় রীতি।

ফৌজদারী মামলার বিচার প্রক্রিয়ার বিলম্বের কারণ

বাংলাদেশের ফৌজদারী মামলার বিচার দেওয়ানী মামলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিস্তৃত একটি প্রক্রিয়া। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় administration of justice সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে আদালত সমূহের পাশাপাশি দেশের শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষকরে তদন্তকারী সংস্থাসমূহের সমন্বিত ও গঠণমূলক একটি মিথষ্ক্রিয়া অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ন। বিশেষত ফৌজদারী মামলার তদন্ত, অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামত জব্দ ও সংরক্ষন, আদালতে ফৌজদারী মামলাসমূহের সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, আদালতে তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশের নিম্ন আদালতসমূহ Prosecution ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

রাজশাহী জাজ্শীপের বিভিন্ন শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দায়রা আদালত, বিশেষ ট্রাইব্যুনালসমূহ সহ সকল ফৌজদারী আদালতসমূহের বিচারকগণের সাথে বিশদ আলোচনা ও তাদেরপ্রতিবেদন দৃষ্টেপ্রতীয়মান হয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই মামলার তদন্তে অত্যাধিক সময়ক্ষেপন, দুর্বল তদন্ত, বিচারস্তরে মামলা প্রমাণে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে প্রায়শই পুলিশের ব্যর্থতাসহ অপরাপর বিভিন্ন কারণে ফৌজদারী মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া শুধুমাত্র বিলম্বিত হয় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রেই আসামী খালাস পায়। তাছাড়া, যে সকল মামলায় আসামী দোষী সাব্যস্ত হয়, সেরকম অনেক ক্ষেত্রেও দুর্বল সাক্ষ্যের কারণে আপীল আদালতে তারা খালাস পায়।

রাজশাহী জেলার দায়রা আদালতসমূহ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালসমূহ, বিশেষ ট্রাইব্যুনালসমূহ, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে অন্যান্য কারণের সাথে ২০১০ সালের পূর্ববর্তী বিচারাধীন ফৌজদারী, দায়রা, বিশেষ মামলাসমূহ সহ আপীল-রিভিশন সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার নিম্নলিখিত কারণসমূহ বর্ণনা করা হলঃ

অপরাধের তদন্তে তদন্তকারী সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত সময়ক্ষেপনের প্রবণতাঃ

বিভিন্ন আইন নির্দিষ্ট মেয়াদে বিভিন্ন ফৌজদারী মামলাসমূহের তদন্তের জন্য তদন্তকারী সংস্থাসমূহের বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই তদন্তকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে মামলার তদন্তে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময়ই এই অতিরিক্ত সময়ক্ষেপনে মামলার সাক্ষ্য, তথ্য-উপাত্ত বিনষ্ট হয় ফলে,ফলে অপরাধ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল সাক্ষ্য প্রমাণের কারণে আসামী খালাস পায়, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়এবং সার্বিকভাবে দেশেন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়।

ফৌজদারী মামলার তদন্তের জন্য প্রত্যেক জেলায় পৃথক ও স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা গঠন করা হলে এ সমস্যা অনেকখানি লাঘব হওয়া সম্ভব। তবে তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণকেও আধুনিক তদন্ত প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান, উচ্চহারে বেতনাদী প্রদান এবং প্রতিটি সঠিক তদন্তের জন্য অতিরিক্ত ভাতা incentive হিসাবে প্রদান করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ব্যর্থ তদন্তকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণও প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মামলায়

বারবার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়, ফলে তদন্তের ধারাবাহিকতার মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং এই সুযোগ আসামীপক্ষ গ্রহণ করতঃ খালাস প্রাপ্ত হয়।

এছাড়া ফৌজদারী মামলাসমূহের তদন্তে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করতে হবেঃ

ক) স্বল্পতম সময়ে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ জব্দ করা ;

খ) জব্দকৃত আলামত সংরক্ষণে সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করা ;

গ) অসংশ্লিষ্ট জব্দতালিকার সাক্ষী উপস্থাপনে প্রচলিত মানসিকতা পরিহার করা ;

ঘ) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা এবং স্বল্পতম সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিতকরণ;

ঙ) দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা ;

চ) তদন্ত প্রতিবেদনে সকল প্রকার অস্পষ্টতা পরিহার করা ;

ছ) তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখকৃত অপরাধের সাথে প্রতিবেদনে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখকৃত প্রত্যেক আসামীর সংশ্লিষ্টতা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা এবং সম্ভব হলে কোন্ কোন্ সাক্ষীর বয়ান প্রাসঙ্গিক তা চিহ্নিত করা ;

জ) তদন্তকারী কর্মকর্তা তার তদন্ত কার্যে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা পান তা নিশ্চিত করা;

ঝ) তদন্ত কার্যকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা হলে প্রচেষ্টাকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঞ) সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘঠন থেকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের নিবিড় পর্যবেক্ষন সুনিশ্চিত করা ;

ট) তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;

ঠ) যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা ও কনষ্টোবল নিয়োগ;

ড) থানা পর্যায়ে উচচতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান। তন্মধ্যে একজন প্রশাসন, অন্যজন তদন্ত পরিচালানার দায়িত্বে থাকবেন।

নারাজী দরখাস্ত শুনানীতে সময়ক্ষেপনঃ

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে অনেকসময়ই অভিযোগকারীর পক্ষে নারাজী দরখাস্ত আনয়ন করা যায়। কিন্তু উক্ত দরখাস্ত শুনানীর জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে উদাসীনতার কারণে দীর্ঘসময় যাবৎ উক্ত দরখাস্তসমূহ অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং এতে সামগ্রিকভাবে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।

আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাঃ

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দেশে administration of criminal justice প্রতিষ্ঠায় যথাযথ সাক্ষী উপস্থাপন ও সাক্ষ্য গ্রহণ সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। রাজশাহীসহ সমগ্র দেশের আদালতসমূহে ফৌজদারী মামলার বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার প্রধান কারণ ফৌজদারী মামলার বিচার স্তরে উন্নীত হওয়ার পরে আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা। এর মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতির হার সর্বাধিক। এর পরেই রয়েছে ফৌজদারী মামলায় জব্দকৃত আলামত প্রদর্শন করার জন্য অত্যাবশ্যক জব্দ তালিকার সাক্ষীদের অনুপিস্থিতি ও মেডিকেল অফিসারের অনুপস্থিতি। তাছাড়া কখনো কখনো অভিযোগের সমর্থনে অভিযোগকারীর সাক্ষ্য প্রদান করতে না আসার কারণেও ফৌজদারী মামলাসমূহ বিলম্বিত হয়।বিচার প্রক্রিয়া শেষ হতে যত সময় ক্ষেপন হতে থাকে, সাক্ষীর উপস্থিতি আরও কমতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, বিচার কার্যের প্রাথমিক অবস্থায় অভিযোগকারী এবং সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হয় কিন্তু দিনের পর দিন সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হলে তারা আদালতে উপস্থিত হতে নিরুৎসাহিত হন। অনেক ক্ষেত্রে তারা আদালত প্রাঙ্গনে হাজির থাকলেও তাদের পক্ষ থেকে হাজিরা দেয়া হয় না বরঞ্চ আসামীপক্ষ তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখায়।

তাছাড়া সাক্ষীর আসা যাওয়ার খরচও একটি কর্মদিন বৃথা যাওয়ার বিষয়টিরও প্রসঙ্গিত। এ সকল কারণেও অভিযোগকারী ও সাক্ষীগণ আদালতে আসতে চায় না। একশ বছরের পূর্বে নির্ধারিত ৪ (চার) টাকা রাহাখরচ কোন সাক্ষীকেই আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদানেআগ্রহী করে না; বরঞ্চ সাক্ষ্য প্রদানকে একটা উট্‌কো ঝামেলা মনে করে। অথচ সাক্ষী ছাড়া দেশের administration of criminal justice ব্যর্থতায় পর্যবশিত হবে। এই সব বিষয়গুলি নিয়ে ভাবনা, সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়া বিশেষ জরুরী।

ফৌজদারী অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথাযথ সময়ে সাক্ষ্য উপস্থাপন না হলে সামগ্রিকভাবে বিচার প্রক্রিয়ায় সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। আদালতে সাক্ষী উপস্থাপনে অতিরিক্ত বিলম্বের কারণে স্বাভাবিকভাবেই সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যে সাক্ষীদের প্রভাবান্বিত

করার বিষয়টি প্রকট আকার ধারণ করেছে। আবার অনেকক্ষেত্রেই সাক্ষী উপস্থাপনের এই দীর্ঘ বিলম্বের মধ্যবর্তী সময়ে কখনো কখনো মামলার গুরুত্বপূর্ণ অনেক সাক্ষী মৃত্যুবরণ করে। ফলে অনেকক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগও উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে আদালতে অপ্রমাণিত থেকে যায়। ফলশ্রুতিতে বিচারের বাণী নিভৃতিতেই কেঁদে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে আদালত হতে ইস্যুকৃত ওয়ারেন্ট যথাযথভাবে তামিল না হলে কিংবা তামিল করা অসম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট থানা হতে সে সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন প্রায়শই ওয়ারেন্টে উল্লেখকৃত তারিখের পূর্বে আদালতে প্রেরণ করা হয় না। যার ফলে একই সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক ওয়ারেন্ট অকার্যকর অবস্থায় থানায় জমে থাকে, অথচ ঐ ওয়ারেন্ট কিংবা যে সাক্ষীর প্রতি ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে তার উপস্থিতির সম্ভাব্যতার বিষয়ে আদালত ওয়াকিবহাল থাকেন না। এমতবস্থায় মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায় এবং আদালতের পক্ষে ঐ সাক্ষীকে বাদ দিয়ে মামলার কার্যক্রম অগ্রসর করা দূরূহ হয়ে পড়ে।

এক্ষেত্রে রাজশাহী জাজশীপের বিভিন্ন ফৌজদারী আদালতের বিলম্বিত মামলাসমূহের মধ্যে যে সকল মামলা মূলত সাক্ষীর অনুপস্থিতির কারণে দীর্ঘায়িত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

আদালতের নাম	মোট বিলম্বিত মামলার সংখ্যা	তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে হেতু বিলম্বিত মামলার সংখ্যা	মেডিকেল অফিসারের অনুপস্থিতিতে হেতু বিলম্বিত মামলার সংখ্যা	মূল অভিযোগকারীর অনুপস্থিতি হেতু বিলম্বিত মামলার সংখ্যা	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর অনুপস্থিতি হেতু বিলম্বিত মামলার সংখ্যা
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-২ রাজশাহী	১৭৯ টি	৮৮টি	৪০টি	---	৬৫টি
অতিরিক্তি জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালত রাজশাহী	৯৬টি	৪৬টি	১৪টি	১১টি	২৯টি
অতিরিক্তি জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালত ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল - ৩, রাজশাহী	৬৭টি	৪৩টি	---	০৪টি	১৯টি
যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালত ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৬, রাজশাহী	৯০টি	৩০টি	০১টি	২০টি	৩৫টি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু কিছু মামলায় আদালতের আদেশের কপিসহ ত্রিশোর্দ্ধবার Process ইস্যু করার পরেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেনি। সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনেক সময় পুলিশ সুপার কিংবা আইজিপি বরাবরে আদালত কর্তৃক আদেশের অনুলিপি বারংবার প্রেরণ করা হলেও দৃশ্যত কোন হয়নি।

মামলার নথিতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের অনুপস্থিতিঃ

২০০৭ সালে দেশে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রেক্ষিতে নব প্রতিষ্ঠিত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে ফৌজদারী মামলাসমূহের নথি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দফতর থেকে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রেরিত অনেক পুরোনো মামলার নথিতে এজাহার, চার্জশীটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজাদি অনুপস্থিত। ফলশ্রুতিতে ঐ সকল মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় এক প্রকারের স্থবিরতা তৈরী হয়।

রাজশাহী জাজশীপের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৯৭৮ সালের একটি ফৌজদারী মামলা রয়েছে যার নথি হতে এজাহার, চার্জশীট,সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরাসহ অন্যান্য মূল কাগজপত্র বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পূর্বে খোয়া যায়। পুনঃ পুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও অদ্যবধি উক্ত নথি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। এ চিত্র মূলত সারাদেশেরই।

একই বিচারকের উপর একাধিক আদালতের ভার ন্যস্ত থাকাঃ

দেশের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে আদালতের সংখ্যার বিপরীতে অপ্রতুল সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়ার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আদালত ভারপ্রাপ্ত বিচারক কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে একজন বিচারককে তার নিজস্ব আদালতের মামলার অতিরিক্ত দুই থেকে তিনগুন মামলার বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ফলশ্রুতিতে উক্ত আদালতসমূহে বিচারাধীন বিভিন্ন ধরণের মামলাসমূহে বিচারকগণ প্রয়োজনীয় মনসংযোগ প্রদান করতে পারেন না এবং স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজগণ দেওয়ানী আপীল, রিভিশন, ফৌজদারী আপীল, রিভিশন এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন বিচারককে বিভিন্ন প্রকারের পাঁচ ও ততোধিক আদালতের মামলা নিস্পত্তিতে নিয়োজিত থাকতে হয়। একই বিচারকের উপরে একাধিক আদালতের দায়িত্বভার আরোপিত থাকার কারণে অনেকসময়ই কোন একটি আদালতের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বা শুনানী শুরু হলে অপর আদালত/ট্রাইব্যুনালসমূহের মামলা পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় না।

উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশঃ

অনেক সময় উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ এর কারণে নিম্ন আদালতের মামলার বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়ে থাকে। প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ অবলোকনে পরিলক্ষিত হয়, প্রায় সকল আদালতেই কিছু সংখ্যক মামলা উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে বিলম্বিত হচ্ছে। এটা শুধু একটি জাজ্‌শীপের চিত্র নয়, বরঞ্চ ৬৪টি জেলাতেই এরূপ সংকট রয়েছে। সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক প্রদত্ত যে সকল রুল এর সাথে স্থগিতাদেশ রয়েছে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

রিভিশন মামলায় ব্যবহারের জন্য নিম্ন আদালতের নথি উচ্চ আদালতে আটকে থাকাঃ

নিম্ন আদালতে বিচারাধীন বিভিন্ন ফৌজদারী মামলায় আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিভিশন দাখিল করা হলে অনেকক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নথি নিম্ন আদালত হতে তলব করা হয়। কখনো কখনো উক্ত রিভিশন মামলার শুনানী বিলম্বিত হওয়ায় কিংবা রিভিশন শুনানী অন্তে নথি মূল আদালতে ফেরত আসতে বিলম্ব হওয়ায় অধঃস্তন আদালতে সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার উদ্ভব ঘটে।

এ সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য এ ধরণের মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি প্রয়োজন এবং রুল শুনানী সমাপ্তি অন্তে সংশ্লিষ্ট নথি হাইকোর্ট বিভাগ হতে দ্রুত ফেরৎ নিশ্চিত করা দরকার।

আইনজীবীদের সময় প্রার্থনার প্রবণতাঃ

উপর্যুক্ত সমস্যাবলী ছাড়াও দেওয়ানী মোকদ্দমার মত ফৌজদারী মামলাতেও আইনজীবীদের অতিরিক্ত সময় প্রার্থনার প্রবণতার কারণে অনেকসময় মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।

রাজশাহী জাজশীপের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ বিলম্ব নিষ্পত্তির কারণসমূহকে কেবল বিছিন্নভাবে দেখলে চলবে না; মূলত এ কারণগুলো বাংলাদেশের সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত তথা সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতায় সমন্বিত ভূমিকা রেখে চলেছে। তাই আইন কমিশন মনে বিছিন্নভাবে এক বা একাধিক সমস্যা ও তার প্রতিকারের প্রতি নজর না দিয়ে সামগ্রিকভাবে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

সুপারিশ

১। বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক বিচারক নিয়োগ।

২। এজলাসের অভাব নিরসনে জরুরী ভিত্তিতে বহুতল ভবন নির্মাণ। আপাততঃ জেলা প্রশাসক এর অফিসে অবস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটগণের এজলাসে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অস্থায়ী এজলাস স্থাপন করা যেতে পারে।

৩। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, ইন্টারনেট সরঞ্জামাদি, স্টেনো টাইপিষ্ট, প্রসেস সার্ভার নিয়োগ।

৪। পর্যাপ্ত বইপুস্তক সরবরাহপূর্বক প্রতিটি আদালতের লাইব্রেরীর আধুনিকীকরণ।

৫। প্রত্যেকটি জেলায় একটি কমিটি গঠনপূর্বক প্রতি তিন মাস অন্তর মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অন্যান্য বিচারকগণ, জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে বিচার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি ও আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৬। প্রতি মাসে জেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল বিচারক এর উপস্থিতিতে মাসিক পর্যালোচনা সভা আয়োজন করতঃ বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭। জাতীয় পর্যায়ে Case Management Authority প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল আদালতে বিচারাধীন মামলার পরিক্রমা পর্যবেক্ষন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

সদস্য
প্রফেসর ড. এম শাহ আলম

সদস্য
বিচারপতি এ.টি.এম ফজলে কবীর

চেয়ারম্যান
বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক